সংবাদ

6 APR 2003

দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা এবং সরকারের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

একই সঙ্গে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অচলাবস্থা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম– দু'টিই থমকে আছে। জোট সরকারের পক্ষ থেকে কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক উদ্যোগ বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে নেয়া হচ্ছে না। তারা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের 'ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার করতেই ব্যস্ত।

সিলেটের অচলাবস্থাপ্রবণ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অসহযোগ কর্মসূচি পালন করছেন। তাদের সর্বশেষ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রোববার প্রশাসন ভবন-২-এর সামনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতীক অনশন এবং ৭ই এপ্রিল থেকে 'কঠোর কর্মসূচি'র ঘোষণা। সিলেটের এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে এক ধরনের মেরুকরণ হয়েছে। বিএনপিপন্থীরা সেখানে ভিসির অদক্ষতা ও অযোগ্যতার কথা মানতে রাজি নন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইতোমধ্যে 'পড়াশোনার দাবিতে' বইখাতা নিয়ে মিছিল করেছে এবং সমস্যা সমাধানের দাবিতে রোববার থেকে 'আমরণ অনশনের ডাক' দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে জোট সরকার সেখানে এক ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করে সমস্যার সমাধান করতে চায়। এভাবে কি তা খুঁজে পাওয়া যাবে?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাটাও কম গুরুতর নয়। প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ তিন শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অদক্ষতা ও অযোগ্যতার অভিযোগ। এখানেও কিছু শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রদলের সদস্যরা শিক্ষকদের দাবিকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন। ফলে এখানেও মেরুকরণ হয়েছে এবং 'প্রাকৃতিক নিয়মেই' সরকার বিএনপিপন্থীদের পক্ষ নিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোরাল করে তুলেছে। মুশকিল হয়েছে, অচলাবস্থার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। যারা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়, তারা ও তাদের অভিভাবকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এখন দলের উর্ধ্বে উঠে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

পটুয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে উপাচার্যবিরোধী ছাত্র ধর্মঘট। এ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। সার্ক ট্যুরের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে, পুলিশি পদক্ষেপ নেয়ার অভিযোগে এ উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন। এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাধানের কোন উপায় কেউ দেখছেন না। এখানেও কি সরকার ষড়যন্ত্র খুঁজছেন?

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা একটু অন্যরকম। এখানে প্রতিবাদী গোষ্ঠী হলো বিএনপিপন্থীরা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে 'জামাত-আওয়ামী লীগ' প্রীতির অভিযোগ। বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা সেখানে 'কোণঠাসা হয়ে পড়ায়' প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ থেকে ১৩ জন বিএনপিপন্থী শিক্ষক পদত্যাগ করায় নাকি সেখানে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পদত্যাগী শিক্ষকরা বলছেন, হয় ভিসি থাকবেন, না হয় তারা থাকবেন। পদত্যাগী শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদলের সমর্থন থাকায় সেখানে সরকার সমর্থকরাই অচলাবস্থায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। এখানে সরকার ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে উলটো দিকে। সরকার কি এখানেও দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারবে না?

এ সরকার সদাসর্বদা ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে তাদের কোন রাখঢাক নেই। সর্বত্র ষড়যন্ত্র খুঁজে বেড়ালে নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহভাবে সরকার যে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না, এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রমাণ হাজির করেছে।